পোড়া কলকাতা
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ি ছায়ার মতো এইসব হেমন্তদিন
যেন দূরে দূরে হেঁটে যায় পুরনো শহরে
ট্রাম থেকে মুখ নেমে উনিশশো ঘাটের গি হয়ে যায় ধীরে
ভিক্টোরিয়ার পথে দেখা হয় যেন
রেসকোর্স বেয়ে ছুটে চলা অশরীরী ঘোড়া
গ্যালিফ স্ট্রিটের দিকে ভেসে চলে যায়-

এরকম দিন দাও
ময়দানে অলস, মধুর রোদ হয়ে থাকি দুজন
প্রিন্সেপ ঘাটের বুকে আলো হয়ে জ্বলে থাকি মৃদু...

তারপর হাওয়া দেবে, উড়ে যাব সামনে দিকে
সামনে রয়েছে শুধু পোড়া কলকাতা

তার আগে, একবার চলো দেখি, বাঁচা যায় কিনা...

আগুন সোনাটা
সুদীপ চট্টোপাধ্যায়

হয়তো ব্যবচ্ছেদ করার আগেই তুমি জেগে উঠবে আবার
হয়তো তোমার শরীর ঘিরে বসে থাকবে এমন দুই ইবলিশের দূত
যাদের আমি কোনওদিন দেখিনি
আর সমান্তরাল দুটো রেখা ধরে এগিয়ে আসবে
অজস্র কাটা হাত, নৃমুন্ড, রক্তের গরম স্রোত

এই নদীমাতৃক দেশে তোমার সর্পিল গল্পের এমন শীতঘুমে
উড়ন্ত শ্যাওলা আর ধারালো আগাছায় ভরে উঠছে আকাশ
আমি কেবল তোমাকে তর্জমা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছি বারবার
তোমার ঠোঁটের বিরক্তিকর শীতলতা ঘসে ঘসে তুলতে গিয়ে
দেখি এক ভয়ার্ত খরগোস আর তার বেঁটে কুৎসিত ম্যাজিসিয়ান
দীর্ঘ কালো টুপি পরে দাঁড়িয়ে

এখন কে আমাকে এনে দেবে মন্ত্রপূত জল
ক্রমশ পাথর-হয়ে-যাওয়া তোমার হৃৎপিন্ড তুলে
কিভাবে পৌঁছে দেবো লম্পট ঈশ্বরের কাছে
যার চতুর রমণবিদ্যায় জেগে উঠে, তীব্র ছুঁড়ে
তুমি আবার ফিরে আসবে সেই দুঃখী রাক্ষসের কাছে

কৃষ্ণচূড়া

শ্রীজাতা কংস রণিক

দেড়শ বছর পর,
কৃষ্ণচূড়া লাল হলো আজ।
জানি বড় অসময়,
জানি বড় দেরি করা স্রোত।
এখন ডালে ডালে আশ্রয় পাওয়া শৈবালিনী
আর নিমগ্ন মাটি জুড়ে জলশোক হাহাকার।
তবুও পৃথিবীর এককোনে...
জানি বড় অসময়
ঝরে গেল জমে থাকা স্বর.
কৃষ্ণচূড়া দেখতে পেলাম, দেড়শ বছর পর।